প্রথম আলো

তারিখ 13 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ডাকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংসদ

অবিলম্বে নির্বাচনের উদ্যোগ নিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দাবিতে আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি আইনিভাবেও মাঠে নেমেছেন তাঁরা। ২০ বছর ধরে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই নির্বাচন না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সামনে এর কোনো বিকল্প ছিল বলে মনে হয় না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছি। ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থান সংগত কারণেই সমর্থনযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ জন শিক্ষার্থী অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর ও কোষাধ্যক্ষকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশে এক সপ্তাহের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। তা না হলে এ ব্যাপারে রিট দায়েরের কথা বলা হয়েছে নোটিশে। এই আইনি উদ্যোগের পাশাপাশি রোববার ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সামনে এ নিয়ে লাগাতার কর্মসূচি পালনের ঘোষণাও এসেছে।

নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু ২০ বছর ধরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ২০ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১০ সালে ১০০টি স্কুলে এ ধরনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে, শিশুকাল থেকে শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্রচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সামনে মাধ্যমিক পর্যায়েও এ ধরনের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পরিকল্পনার কথা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এ অবস্থায় ২০ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার বিষয়টিকে একটি স্ববিরোধী অবস্থান হিসেবেই বিবেচনা করতে হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গণতন্ত্রচর্চার উদ্যোগ নেওয়া হবে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে এই অনুশীলন বন্ধ থাকবে, এটা কেমন কথা?

আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীদের এই আইনি পদক্ষেপ ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। শুধু ডাকসু নয়, দেশের সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরে এই চর্চা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।